ইউনিট
২

জাতীয় আয়
National Income

সমষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে 'জাতীয় আয়' একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। অর্থনীতির performance বা কার্যশীলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রথমেই জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণার সাথে পরিচিত হতে হবে। এ ইউনিটে জাতীয় আয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। পাঠ-১ এ জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা, পাঠ-২ এ রয়েছে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ, পাঠ-৩ এ জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ এবং পাঠ-৪ এ জাতীয় আয় পরিমাপের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট-২

পাঠ-১ জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা (Different Concepts of National Income)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষ করলে আপনি

- জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন
- জাতীয় আয় ধারণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মোট পরিমাণ এবং জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম মাপকাঠি। একই সাথে, মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের একটি তুলনামূলক চিত্র অংকন করতে পারি। কাজেই জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন এবং এর হ্রাস-বৃদ্ধির ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সর্বোপরি তাত্ত্বিক দিক থেকেও জাতীয় আয়ের বিশেণ্ডষণ অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

গোড়াতেই বলে নেয়া ভাল যে, জাতীয় আয়ের সর্বজনগ্রাহ্য একক (Unique) কোন সংজ্ঞা দেওয়া কষ্টসাধ্য। 'জাতীয় আয়' ব্যাখ্যা করার জন্য অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন ধারণার ব্যবহার করে থাকেন যেমন- মোট জাতীয় উৎপাদন, নীট জাতীয় উৎপাদন ইত্যাদি। উপর্যুক্ত ধারণাসমূহের প্রত্যেকটির নিজস্ব গুরুত্ব ও অভিনবত্ব রয়েছে এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটির ব্যাখ্যা ও বিশেণ্ডষণ 'জাতীয় আয়' নামক 'সমষ্টিক' (Macro) ধারণাটি উপলব্ধি এবং বিশেণ্ডষণের জন্য খুবই প্রয়োজন। চলুন আমরা পর্যায়ক্রমে এ ধারণাগুলো সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিই।

মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product, GNP)

সংক্ষেপে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ এক বছর) একটি দেশের জনসাধারণ কর্তৃক উৎপাদিত (দেশের ভিতরে ও বাইরে) চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টি হচ্ছে ঐ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন। এখানে 'জনসাধারণ' এবং 'চূড়ান্ত' শব্দ দুটোর একটু ব্যখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ 'জনসাধারণ' বলতে একটি দেশের নাগরিকদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে অবস্থানরত শুধুমাত্র দেশীয় নাগরিকদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বাজার মূল্যই এখানে বিবেচ্য। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকগণকর্তৃক অর্জিত আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অন্যদিকে, বিদেশে অবস্থানরত একজন বাংলাদেশীকর্তৃক অর্জিত আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্বিতীয়তঃ 'চূড়ান্ত' দ্রব্য বলতে ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রীকে বুঝানো হয়েছে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী চূড়ান্তভাবে ব্যবহারের জন্য ক্রীত হয় এবং যেগুলো পরিবর্তনযোগ্য ও পুনঃবিক্রয়যোগ্য নয় অর্থাৎ এসব দ্রব্য শুধুমাত্র ভোগ করা হয়, নতুন দ্রব্য উৎপাদনে এগুলো ব্যবহার করা হয় না। অন্যদিকে, নতুন দ্রব্যে রূপান্তরযোগ্য এবং পুনঃবিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী 'মাধ্যমিক' দ্রব্য নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, বেকারীতে ময়দা থেকে পাউরুটি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে, 'পাউরুটি' হচ্ছে চূড়ান্ত দ্রব্য এবং ময়দা হচ্ছে মাধ্যমিক দ্রব্য। তবে আপনি যদি ঘরে রুটি তৈরি করার জন্য ময়দা কেনেন, সেক্ষেত্রে ময়দা একটি চূড়ান্ত দ্রব্য।

অনুশীলন

নিচের দ্রব্যগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলো চূড়ান্ত দ্রব্য, কোন্‌গুলো মাধ্যমিক দ্রব্য এবং কোন্‌গুলো চূড়ান্ত ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় লিখুন: সুতা, কাপড়, চাল, মুড়ি, শার্ট, তুলা, ধান, পাট, চিনি, তৈল।

নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product, NNP)

'জাতীয় আয়' বিশেণ্ডষণের জন্য 'মোট জাতীয় উৎপাদন' সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি ধারণা। কিন্তু জাতীয় আয় বিশেণ্ডষণে এ ধারণা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের অসুবিধা রয়েছে। উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মূলধন (কারখানার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম প্রভৃতি)। প্রতিদিনের ব্যবহারে মূলধনসামগ্রী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অথবা একপর্যায়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কাজেই উৎপাদন প্রক্রিয়া অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রতিবছর পুরাতন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত অথবা প্রতিস্থাপনে অর্থ ব্যয় হয়, অর্থনীতিতে এ ধরনের ব্যয় 'অবচয়' (Depreciation) অথবা 'মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয়' (Capital Consumption Allowance, CCA) নামে পরিচিত। এই ব্যয় শুধুমাত্র পূর্বের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য করা হয়। বিদ্যমান উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনে এই ব্যয়ের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু মোট জাতীয় আয়ের হিসেবে এই ব্যয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেননা মোট জাতীয় উৎপাদনে একটি নির্দিষ্ট বছরে একটি দেশের জনগণকর্তৃক উৎপাদিত সকল মূলধনসামগ্রীর

বাজার মূল্যকে বিবেচনা করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মোট জাতীয় উৎপাদন ধারণাটির সাহায্যে একটি দেশের নীট উৎপাদন সম্পর্কে মন্তব্য করা জটিল বিষয়। মোট জাতীয় উৎপাদন ধারণার অন্তর্নিহিত এ দূর্বলতার জন্য অর্থনীতিবিদগণ নীট জাতীয় উৎপাদন ধারণাটির প্রবর্তন করেন যা মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয়ের গুরুত্ব স্বীকার করে এবং যা একটি দেশের বার্ষিক জাতীয় উৎপাদনের নীট বৃদ্ধির শ্রেয়তর পরিমাপক। সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে নীট জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞা প্রদান করা যায়:

একটি দেশের জনগণকর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বাজারমূল্য থেকে মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই সে দেশের নীট জাতীয় উৎপাদন।

অন্যভাবে বলা যায়,

নীট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় উৎপাদন - মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয়

NNP = GNP - CCA

অনুশীলন

গত অর্থবছরে বাংলাদেশের GNP (চলতি বাজার মূল্যে) এবং NNP (চলতি বাজার মূল্যে) কত ছিল। উল্লেখিত অর্থবছরে বাংলাদেশে মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় কত হয়েছিল? লিখুন।

মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product, GDP)

একটি দেশের অভ্যন্তরে (ভৌগলিক সীমানার ভিতরে) একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ এক বছর) সে দেশের নাগরিকবৃন্দ এবং বিদেশী ব্যক্তিবর্গকর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক বা বাজার মূল্যের সমষ্টিকে আলোচ্য দেশের মোট দেশজ বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলা হয়। সংজ্ঞাগতভাবে, মোট জাতীয় উৎপাদনের সাথে মোট দেশজ উৎপাদনের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মোট জাতীয় উৎপাদনে শুধুমাত্র দেশীয় নাগরিকদের (দেশে অথবা বিদেশে অবস্থানরত) আয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে, মোট দেশজ উৎপাদনে দেশে অবস্থানকারী বিদেশীদের আয়ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের আয় মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত নয় যদিও বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের আয় মোট জাতীয় উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় দেশের ভৌগলিক সীমানাকে, অর্থাৎ দেশের ভৌগলিক সীমানার ভিতরে যা উৎপাদিত হচ্ছে (দেশের জনগণ এবং বিদেশী ব্যক্তিকর্তৃক) তাদের মোট মূল্য হচ্ছে GDP। পক্ষান্তরে, দেশের জনগণ যা উৎপাদন করছে (দেশের ভিতরে বা বাইরে) তাদের মোট মূল্য হচ্ছে GNP। পরিমাপের দিক থেকে, মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদনের সম্পর্ক নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়:

মোট জাতীয় উৎপাদন = মোট দেশজ উৎপাদন - দেশে অবস্থানকারী বিদেশীদের আয় + বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিকদের আয়

অথবা

মোট দেশজ উৎপাদন = মোট জাতীয় উৎপাদন + দেশে অবস্থানকারী বিদেশীদের আয় - বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিকদের আয়

উপরোল্লেখিত সম্পর্ক থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিকদের আয় যদি দেশে অবস্থানকারী বিদেশীদের আয়ের সমান হয় তবে, মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন পরস্পর সমান হবে।

অনুশীলন

জনাব কিবরিয়া বাংলাদেশে অবস্থিত একটি বিদেশী ঔষধ কোম্পানীতে চাকুরী করেন। তাঁর বস্ হচ্ছেন একজন জার্মানী ভদ্রলোক। নাম মি. ডেভিড। জার্মানীতেও ঐ কোম্পানীটির একটি শাখা আছে। সেখানে জনাব কিবরিয়ার ভাই রিয়াজ আহমেদ চাকুরী করছেন। এখন বলুন, এখানে কতজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে? কাঁদের আয় বাংলাদেশের GNP -র অংশ? কাঁদের আয় বাংলাদেশের GDP -র অংশ? কাঁর আয় জার্মানীর GNP -র অংশ?

আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয়
(Nominal and Real National Income)

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, মোট জাতীয় উৎপাদন তথা জাতীয় আয়ের দুটো উপাদান (component) রয়েছে - বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা। এদের পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে। তাছাড়া এদের বাজার মূল্য পরিবর্তিত হতে পারে। দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ বা বাজার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয়েরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কেবলমাত্র জাতীয় আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন শুধুমাত্র বাজার

মূল্যের পরিবর্তনের ফলেও হতে পারে। এক্ষেত্রে আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয়ের ধারণা দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক জাতীয় আয় বলতে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার চলতি বাজার মূল্যকে বুঝায়। অন্যদিকে, প্রকৃত জাতীয় আয় হলো স্থির বাজার মূল্যে প্রকাশিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ। **চলতি বাজারমূল্য** বলতে বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা যে মূল্যে বিক্রি হচ্ছে তাকে বুঝায়। অন্যদিকে, **স্থির বাজার মূল্য** বলতে পূর্বের কোন একটি স্বাভাবিক বছরে (যে বছরে খড়া, বন্যা, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এসবের প্রচন্ডতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল) দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা যে মূল্যে বিক্রি হত তাকে বুঝায়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো সহজভাবে বুঝানো যায়। মনে করি, কোন দেশ একটিমাত্র দ্রব্য, যেমন- চিনি, উৎপাদন করে। ধরুন, ১৯৯০ সালে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ ছিল ৫০০ কিলোগ্রাম এবং প্রতি কিলোগ্রাম চিনির বাজার দাম ছিল ২০ টাকা। সুতরাং ১৯৯০ সালে দেশটির আর্থিক জাতীয় আয় ছিল = (৫০০*২০) = ১০,০০০ টাকা। অনুরূপভাবে মনে করুন, ১৯৯৫ সালে চিনির মোট উৎপাদন ছিল ৬০০ কিলোগ্রাম এবং প্রতি কিলোগ্রাম চিনির বাজার দাম ছিল ৩০ টাকা। কাজেই ১৯৯৫ সালে দেশটির আর্থিক জাতীয় আয় ছিল (৬০০*৩০) = ১৮,০০০ টাকা যা ১৯৯০ সালের আর্থিক জাতীয় আয় অপেক্ষা ৮,০০০ টাকা অর্থাৎ ৮০% বেশী।

এখন মনে করুন, ১৯৯৫ সালে চিনির দামের কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ ১৯৯৫ সালেও প্রতি কিলোগ্রাম চিনির বাজার দাম ছিল ২০ টাকা। অন্য কথায়, আমরা ১৯৯০ সালের বাজার দামে ১৯৯৫ সালের জাতীয় আয় পরিমাপ করতে চাই। ১৯৯০ সালের বাজার দামে ১৯৯৫ সালের জাতীয় আয় হবে (৬০০*২০) = ১২,০০০ টাকা। সুতরাং ১৯৯৫ সালের প্রকৃত জাতীয় আয় ১২,০০০ টাকা যা ১৯৯০ সালের চেয়ে ২,০০০ টাকা বা ২০% বেশী। লক্ষ্য করুন, ১৯৯০ সালের তুলনায় ১৯৯৫ সালে চিনির প্রকৃত উৎপাদন বেড়েছে (৬০০-৫০০) = ১০০ কিলোগ্রাম বা ২০%।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, বস্তুগত উৎপাদন এবং দ্রব্যমূল্যের যে কোন একটি স্থির থেকে অপরটি বাড়লে অথবা দুটো একই সাথে বাড়লে আর্থিক জাতীয় আয় বাড়বে। অন্যদিকে, প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়বে শুধুমাত্র বস্তুগত উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে।

মূল্য সূচক বা জাতীয় আয় ডিফ্লেটর (Price Index or GNP Deflator)

আর্থিক জাতীয় আয় থেকে প্রকৃত জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে মূল্য সূচক বা জাতীয় আয় ডিফ্লেটর ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে যে কোন একটি বছরকে (যে বছরটি খড়া, বন্যা, অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ছিল) ভিত্তি ধরে ঐ বছরের তুলনায় অন্যান্য বছরের দামস্তরকে শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়। উপরের উদাহরণে মনে করুন, ১৯৯০ সালে চিনির দাম কিলোগ্রাম প্রতি ১০০ টাকা ছিল। সুতরাং ১৯৯৫ সালের চিনির মূল্য সূচক হবে $\left(\frac{৩০}{২০} \times ১০০\right) = ১৫০$। আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয়ের অনুপাত থেকেও মূল্য সূচক বের করা যায়। এ পদ্ধতিতে মূল্য সূচক হিসেবের সূত্রটি হচ্ছে -

$$\text{মূল্য সূচক} = \frac{\text{আর্থিক জাতীয় আয়}}{\text{প্রকৃত জাতীয় আয়}} * ১০০$$

কাজেই, ১৯৯৫ সালে আর্থিক জাতীয় আয় = ১৮,০০০ টাকা ও প্রকৃত জাতীয় আয় = ১২,০০০ টাকা হলে ১৯৯৫ সালের মূল্য সূচক = (১৮,০০০ / ১২,০০০)*১০০ = ১৫০।

আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয়ের অনুপাতকে জাতীয় আয় ডিফ্লেটরও বলা হয়।

জাতীয় আয় ডিফ্লেটর বা মূল্য সূচক কেন প্রয়োজন?

জাতীয় আয় ডিফ্লেটর জানা থাকলে আর্থিক জাতীয় আয় থেকে অতি সহজে প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি, প্রকৃত জাতীয় আয় জানা থাকালেও আর্থিক জাতীয় আয় বের করা যায়। উপরের উদাহরণে, ১৯৯৫ সালের চলতি দামে (Current Price) আর্থিক জাতীয় আয় ছিল ১৮,০০০ টাকা। মূল্য সূচক ব্যবহার করে আমরা প্রকৃত জাতীয় আয় পাই - $\left(\frac{১৮,০০০}{১৫০} \times ১০০\right) = ১২,০০০$ টাকা।

মাথাপিছু জাতীয় আয় (Per Capita National Income)

একটি দেশের জনসাধারণের জনপ্রতি গড় জাতীয় আয়কে মাথাপিছু জাতীয় আয় বলে। মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে মাথাপিছু জাতীয় আয় পাওয়া যায় অর্থাৎ

$$\text{মাথাপিছু জাতীয় আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

এখানে উল্লেখ্য যে, মাথাপিছু জাতীয় আয় একটি দেশের জনগণের কেবলমাত্র জনপ্রতি প্রাপ্যতা (availability) নির্দেশ করে। এটা কখনই নির্দেশ করে না যে, দেশের প্রতিটি মানুষ একই পরিমাণ আয় উপার্জন করছে। অন্যভাবে বলা যায়, মাথাপিছু জাতীয় আয় কোন দেশের জাতীয় আয়ের বন্টন সম্পর্কে কোন প্রকার ধারণা দিতে পারে না।

অনুশীলন

বাংলাদেশের গত বছরের প্রকাশিত পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, টি হাতের কাছে নিন। গত দুইটি অর্থবছরের আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয় বের করুন। গত অর্থবছরের প্রকৃত জাতীয় আয় এর পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত জাতীয় আয় থেকে কত টাকা বেশী? গত অর্থবছরের জাতীয় আয় ডিফ্লেটর ও মাথাপিছু জাতীয় আয় কত?

ব্যক্তিগত আয় ও ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য আয়
(Personal Income and Personal Disposable Income)

ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকে অথবা হস্তান্তর পাওনা হিসেবে যে আয় অর্জন করে তা ব্যক্তিগত আয় হিসেবে পরিচিত। ব্যক্তিবর্গ তাদের উপার্জনের সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করতে পারে না। রাষ্ট্রেখর প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী, আয়ের একটি অংশ ব্যক্তিগত কর হিসেবে প্রদান করতে হয়। কর প্রদানের পর আয়ের যে অংশ ব্যক্তিবর্গ ভোগ ও সঞ্চয় অথবা বিনিয়োগে ব্যবহার করতে পারে তাকে ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য আয় বলে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য আয় = ব্যক্তিগত আয় - ব্যক্তিগত কর।

অনুশীলন

মিসেস লাভলী একজন স্কুল শিক্ষিকা। তিনি মাসিক ৫,৫০০.০০ টাকা বেতন পান। তাঁর স্বামী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসেবে তিনি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা পাচ্ছেন। অন্যদিকে, পৌরকর ও সামাজিক নিরাপত্তার বীমা হিসেবে তাঁকে প্রতি মাসে যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ৩০০ টাকা দিতে হয়। এখন বলুন দেখি, মিসেস লাভলীর ব্যক্তিগত আয় কত? তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য আয় কত? যদি পৌরকর বৃদ্ধি পায় তাহলে তাঁর ব্যক্তিগত আয় কি প্রভাবিত হবে?

জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণার সম্পর্ক

মোট জাতীয় উৎপাদন
(-) মূলধনের ব্যবহার জনিত ব্যয়
= নীট জাতীয় উৎপাদন
(-) পরোক্ষ ব্যবসা-কর
(-) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হস্তান্তর ব্যয়
(-) সরকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি উদ্বৃত্ত
+ সরকারী ভর্তুকি
= জাতীয় আয় বা উপকরণ মূল্যে জাতীয় আয়
(-) কর্পোরেশনের অবশিষ্ট মুনাফা
(-) মুনাফা বা কর্পোরেট কর
(-) সামাজিক বীমার জন্য ব্যয়
+ সরকারী হস্তান্তর ব্যয়
+ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হস্তান্তর ব্যয়
+ সরকারকর্তৃক প্রদত্ত নীট সুদ
+ ভোক্তাদের প্রদত্ত সুদ
= ব্যক্তিগত আয়
(-) ব্যক্তিগত কর
= ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য আয়
(-) ব্যক্তিগত সঞ্চয়
= ব্যক্তিগত ভোগব্যয়।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. মোট জাতীয় উৎপাদন বলতে একটি দেশের নাগরিকদের উৎপাদিত চূড়ান্ত ও মাধ্যমিক দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বাজার মূল্যকে বুঝায় - সত্য/মিথ্যা

২ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত একজন নেপালীর অর্জিত আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে - সত্য/মিথ্যা

৩. বাংলাদেশে অবস্থানকারী একজন জাপানীর আয় বাংলাদেশের দেশজ আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে - সত্য/মিথ্যা

৪. মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন পরস্পর সমান হতে পারে - সত্য/মিথ্যা

৫. প্রকৃত জাতীয় আয় হলো চলতি বাজার মূল্যে প্রকাশিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ - সত্য/মিথ্যা

৬. আর্থিক জাতীয় আয় বাড়লে প্রকৃত জাতীয় আয়ও বাড়বে - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নীট জাতীয় উৎপাদন বিশেগুষণের প্রয়োজনীয়তা বিশেগুষণ করুন।

২. মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৩. মাথাপিছু জাতীয় আয় বলতে কী বুঝায়?

৪. ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য আয়ের সংজ্ঞা দিন।

৫. জাতীয় আয় ডিফ্লেটর কি? এটা কেন প্রয়োজনীয়?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. আর্থিক জাতীয় আয় বাড়ে যদি

ক) বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদন বাড়ে

খ) দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বাজার মূল্য বাড়ে

গ) উপরের দুটো বক্তব্যই সত্য

ঘ) সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়।

২. প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়ে যদি

ক) বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদন বাড়ে

খ) দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বাজার দাম বাড়ে

গ) উপরের দুটো বক্তব্যই সত্য।

৩. ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য আয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকে

ক. ব্যক্তিগত কর

খ. সামাজিক নিরাপত্তা বীমার জন্য ব্যয়

গ. মুনাফা বা কর্পোরেট কর

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৪. মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয় অর্ন্তভুক্ত থাকে

ক. মোট জাতীয় আয়ে

খ. নীট জাতীয় আয়ে

গ. নীট অভ্যন্তরীণ আয়ে

ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়।

৫. আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয়ের অনুপাতকে বলা হয়

ক. জাতীয় আয় ডিফ্লেটর

খ. মূদ্রাস্ফীতি

গ. ক ও খ উভয়ই

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৬. সরকারী ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত থাকে

ক. মোট জাতীয় আয়ে

খ. নীট জাতীয় আয়ে

গ. ব্যক্তিগত আয়ে

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

ধরুন, একটি দেশে শুধুমাত্র দুটো ফার্ম রয়েছে - একটি সুতা তৈরি করছে এবং অন্যটি কাপড় তৈরি করছে। উল্লেখ্য যে, সুতা হচ্ছে মাধ্যমিক দ্রব্য ও কাপড় হচ্ছে চূড়ান্ত দ্রব্য। দুটো ফার্মের আয় -ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ -

সুতার ফার্ম		কাপড়ের ফার্ম	
	(হাজার টাকায়)		
সুতা বিক্রয়	৬০০	কাপড় বিক্রয়	১০০০
মজুরী	৩০০	মজুরী	৩২৫
সুদ	৫০	সুদ	২০
খাজনা	৭৫	খাজনা	২০
অবচয় জনিত ব্যয়	২৫	অবচয় জনিত ব্যয়	২৫
পরোক্ষ কর	৫০	পরোক্ষ কর	১০
মুনাফা	-	সুতা	৬০০
		মুনাফা	-

ক. প্রতিটি ফার্মের মুনাফা কত বের করুন?

খ. উপরের উদাহরণে GNP কত?

গ. সুতার ফার্মে কত টাকা মূল্য সংযোজিত হয়েছে?

ঘ. কাপড়ের ফার্মে কত টাকা মূল্যসংযোজন হয়েছে?

ঙ. উপরের উদাহরণে NNP কত?

পাঠ-২ জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ (Circular Flow of National Income)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষ করলে আপনি

- দ্রব্য ও উপাদান বাজারের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের গঠন এবং কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জাতীয় আয়ের সরল চক্রাকার প্রবাহ বিশেণ্ডষণ করতে পারবেন
- দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আর্থিক এবং প্রকৃত প্রবাহ বিশেণ্ডষণ করতে পারবেন
- জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমিকা

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহের ধারণাটি সমষ্টিক অর্থনৈতিক আলোচনায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি জাতীয় অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে তার একটি চিত্র জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এ পাঠে আমরা জাতীয় আয়ের সরল চক্রাকার প্রবাহ আলোচনা করব।

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

একটি অর্থনীতির চারটি প্রধান পক্ষ রয়েছে। এগুলো হলো - পরিবারবর্গ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকার এবং বহির্বিশ্ব। একটি সরল (Simple) চক্রাকার প্রবাহ পরিবারবর্গ এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন) এবং দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা বিনিময়ের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। এক্ষেত্রে সরকার ও বর্হিবিশ্ব খাত দুটোকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সরকার এবং বহির্বিশ্ব পক্ষ দুটোর অন্তর্ভুক্তি চক্রাকার প্রবাহে আগমন/প্রবিষ্টকরণ (Injections) এবং/অথবা নির্গমন (leakages) নির্দেশ করে যা ভারসাম্য জাতীয় আয় বিশেণ্ডষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বর্তমান আলোচনায় আমরা সরল চক্রাকার প্রবাহটি বিশেণ্ডষণ করার সময় প্রাসংগিকভাবে আগমন এবং নির্গমন প্রক্রিয়ার উল্লেখ করব। এখন চলুন জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বিশেণ্ডষণের পূর্বে কিছু প্রয়োজনীয় ধারণার সাথে পরিচিত হয়ে নিই।

দ্রব্য বাজার (Product Market): দ্রব্য বাজার বলতে এমন বাজারকে বুঝায় যা চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বিনিময় সম্পন্ন করে।

উপাদান বাজার (Factor Market): উৎপাদনের উপকরণসমূহের সেবার (services) বিনিময় বুঝাতে উপাদান বাজার ধারণাটি ব্যবহার করা হয়।

পারিবারবর্গ খাত (Household Sector): একটি অর্থনীতির সকল পরিবার নিয়ে পরিবারবর্গ খাত গঠিত। পরিবারবর্গ উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগানের উৎস এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার অন্যতম ক্রেতা।

ব্যবসায়িক খাত (Business Sector): ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ খাত গঠিত। এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদন এবং বিক্রয়। ব্যবসায়িক খাত উৎপাদনের উপকরণসমূহের প্রধান নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

অনুশীলন

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান দ্রব্য বাজার ও উপকরণ বাজারগুলোর নাম লিখুন।

জাতীয় আয়ের সরল চক্রাকার প্রবাহের বিশেণ্ডষণ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সরল চক্রাকার প্রবাহ বিশেণ্ডষণে শুধুমাত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পরিবারবর্গ -এ দুটো খাতের পারস্পরিক কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে সরকার ও বহির্বিশ্ব-খাত দুটো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আলোচনার সুবিধার্থে ধরা যাক্

- উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ (Firms) শুধুমাত্র ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে
- পরিবারবর্গের চাহিদা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহকর্তৃক উৎপাদিত ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার সমান। অর্থাৎ পরিবারবর্গ তাদের আয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভোগ্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করে। অন্যভাবে বলা যায়, পরিবারবর্গের সঞ্চয়ের পরিমাণ শূন্য।

উপরিউক্ত অনুমিতিসমূহের (assumptions) আলোকে জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহের ধারণাটি নিচের চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো। চিত্রের বামদিকে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ডানদিকে পরিবারবর্গ দেখানো হয়েছে। চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহের মাধ্যমে এদুটো খাত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এখন আমরা আলাদা আলাদাভাবে এ চারটি প্রবাহ বিশেণ্ডষণ করব।

প্রবাহ-১: পরিবারবর্গ উৎপাদনের উপকরণসমূহ যেমন- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের মালিক। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মসমূহ ভোগ্যপণ্য ও সেবা উৎপাদন করার জন্য পরিবারবর্গ থেকে উপকরণ বাজারের মাধ্যমে উপকরণসমূহের সেবা ক্রয় করছে।

প্রবাহ-২: উপকরণসমূহ ব্যবহারের জন্য ফার্মসমূহ উপকরণ বাজারের মাধ্যমে পরিবারবর্গকে পারিশ্রমিক প্রদান করছে (যেমন- শ্রমের জন্য মজুরী, মূলধনের জন্য সুদ, ভূমির জন্য খাজনা এবং সংগঠনের জন্য মুনাফা) যা পরিবারবর্গের আয় বা উপার্জন। লক্ষ্য করুন, ফার্মের মুনাফাকে পরিবারের আয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর কারণ, সংগঠক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক পরিবারবর্গেরই অংশ।

প্রবাহ-৩: এ প্রবাহ নির্দেশ করছে যে, ফার্মসমূহ থেকে উৎপাদিত ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা পরিবারবর্গের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। অর্থাৎ পরিবারবর্গ দ্রব্য বাজারের মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয় করছে।

প্রবাহ-৪: পরিবারবর্গ দ্রব্য বাজারের মাধ্যমে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিশোধ করছে।

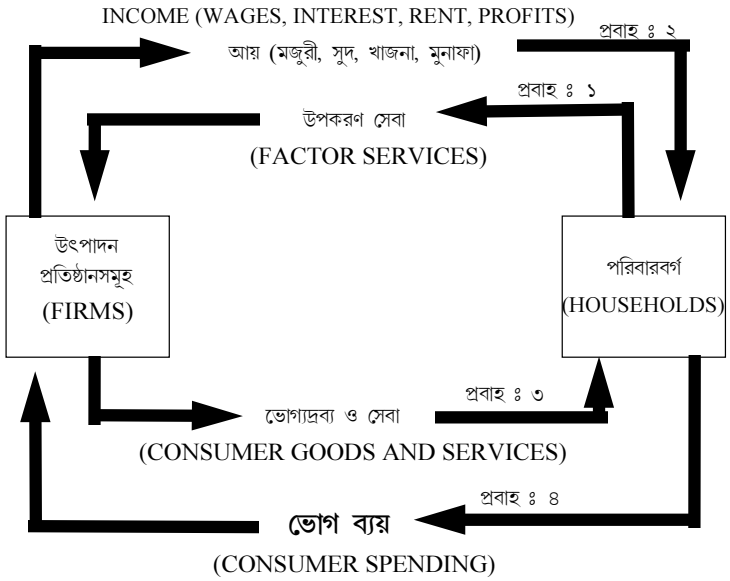

চিত্র ২.১ : একটি দ্বিখাত বিশিষ্ট অর্থনীতির জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ।

একটু ভালভাবে চিত্র ২.১ -এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন, ফার্মসমূহের উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে পরিবারবর্গের (উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকগণ) আয় (খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা) সৃষ্টি হচ্ছে যা প্রবাহ-২ এর মাধ্যমে পরিবারবর্গের পকেটে যাচ্ছে, অন্যদিকে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়। পরিবারবর্গ তাদের প্রাপ্ত আয় আবার ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয়ে ব্যয় করে। ফলে প্রবাহ-৩ এর মাধ্যমে ফার্মসমূহ থেকে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা পরিবারবর্গের নিকট চলে আসছে এবং প্রবাহ-৪ এর মাধ্যমে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার মূল্যবাবদ পরিবারবর্গ তাদের আয় ফার্মসমূহে প্রেরণ করছে। তাহলে ফার্মসমূহের উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে আয় পরিবারবর্গ পাচ্ছে তা আবার ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার বিনিময়ে ফার্মসমূহের নিকট চলে যাচ্ছে। এভাবে অর্থনীতির আয় চক্রাকারে প্রবাহিত হয়।

আর্থিক প্রবাহ বনাম প্রকৃত প্রবাহ (Money Flow vs. Real Flow)

দ্রব্য এবং উপকরণ উভয় বাজারে আমরা দু'ধরনের বিনিময় লক্ষ্য করি। একটি হলো বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা এবং অন্যটি হচ্ছে অর্থ (money)। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক্। মনে করুন, নিউ মার্কেট থেকে আপনি একটি টি-শার্ট ক্রয় করলেন এবং এর মূল্য হিসেবে বিক্রেতাকে ৩০০ টাকা প্রদান করলেন। অথবা মনে করুন, একজন ব্যাংকার হিসেবে প্রদত্ত সেবার জন্য আপনি প্রতিমাসে ৫০০০ টাকা বেতন পান। এ দুটো উদাহরণে, টি-শার্ট এবং ব্যাংকিং সেবা হলো যথাক্রমে বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা এবং শার্টের মূল্য ও মাসিক বেতন হলো আর্থিক ধারণা। লক্ষ্য করুন, উভয় প্রকার বিনিময়ে একটি করে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া রয়েছে। এখন চক্রাকার প্রবাহ চিত্রে, **প্রবাহ-১ ও ৩** এবং **প্রবাহ-২ ও ৪** এর তুলনা করুন। **প্রবাহ- ১ ও ৩** প্রকৃত প্রবাহ এবং বিপরীতমুখী (কেন?) এবং **প্রবাহ-২ ও ৪** আর্থিক প্রবাহ এবং বিপরীতমুখী (কেন?)।

প্রকৃত প্রবাহ:	দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা (যেমন- ভোগ্য দ্রব্য ও শ্রম প্রভৃতির) প্রবাহ।
আর্থিক প্রবাহ:	উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য এবং উপকরণসমূহের পারিশ্রমিকের প্রবাহ।

আয়ের আগমন ও বহির্গমন (Leakages and Injections)

জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহের বিশেষণ থেকে আমরা মোট জাতীয় আয় এবং ভারসাম্য জাতীয় আয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাই। সরকার এবং বহির্বিশ্বের অনুপস্থিতি ও পরিবারবর্গ তাদের আয়ের সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করে -এ দুটো অনুমিতি সাপেক্ষে **প্রবাহ-২** এবং **প্রবাহ-৪** থেকে জাতীয় আয়ের হিসেব পাই। **প্রবাহ-২** অনুযায়ী, জাতীয় আয় হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণসমূহের পারিশ্রমিকের যোগফল এবং **প্রবাহ-৪** অনুযায়ী, জাতীয় আয় হচ্ছে ভোগব্যয়ের সমান অর্থাৎ

প্রবাহ-২ অনুযায়ী: জাতীয় আয় = মজুরী+সুদ+খাজনা+মুনাফা
প্রবাহ-৪ অনুযায়ী: জাতীয় আয় = মোট ভোগব্যয়

ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার আর্থিক বা বাজার মূল্য। ভারসাম্য জাতীয় আয় বলতে অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদার সমতা বুঝায়। আলোচ্য চক্রাকার প্রবাহ অনুযায়ী, সামগ্রিক যোগান হচ্ছে ফার্মসমূহকর্তৃক উৎপাদিত ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা বা তার বাজার মূল্য এবং সামগ্রিক চাহিদা হলো পরিবারবর্গ কর্তৃক ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার মোট চাহিদা। যেহেতু

ভারসাম্য জাতীয় আয়: সামগ্রিক যোগান = সামগ্রিক চাহিদা

পরিবারবর্গ তাদের সম্পূর্ণ আয় ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা ক্রয়ে ব্যয় করে সেহেতু এক্ষেত্রে সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগানের সমান।

চক্রাকার প্রবাহের সরল চিত্রটি যদিও একটি অর্থনীতির মৌলিক কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, তথাপি এ ধারণা থেকে অর্থনীতির সার্বিক চিত্র অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য। মনে করুন, ব্যক্তিবর্গ তাদের আয়ের একটা অংশ সঞ্চয় করে অথবা আয়কর এবং কর্পোরেট কর (ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর অর্পিত কর) হিসেবে সরকারকে প্রদান করতে হয়। স্পষ্টতঃই এক্ষেত্রে সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগানের চেয়ে কম হবে। এর অর্থ হচ্ছে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর একটি অংশ অবিক্রীত থেকে যাবে। সুতরাং সঞ্চয় এবং কর হচ্ছে এক ধরনের

আয়ের বর্হিগমন (Leakages): ফার্মসমূহকর্তৃক ব্যক্তিবর্গকে প্রদত্ত আয়ের সেই অংশ যা পরিবারবর্গের ব্যয়ের মাধ্যমে ফার্মসমূহে ফিরে আসে না।

বহির্গমন বা leakage যা জাতীয় আয়ের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় আয় হ্রাস পায়। সৌভাগ্যবশতঃ এর অন্যদিকও রয়েছে। ফার্মসমূহ বাস্তবে শুধুমাত্র ভোগ্যদ্রব্যই উৎপাদন করে না, মূলধনদ্রব্যও উৎপাদন করে। একইভাবে, পরিবারবর্গ তাদের সঞ্চিত অর্থ মূলধনদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করতে পারে। অন্যদিকে, করারোপের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ সরকার ফার্মসমূহকর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করতে পারে। কাজেই পরিবারবর্গের সঞ্চিত অর্থ মূলধন দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ আকারে এবং সরকারকে দেয় কর সরকারী খরচের আকারে ফার্মসমূহে ফিরে আসতে পারে। সুতরাং, বিনিয়োগ এবং সরকারী ব্যয় হচ্ছে এক ধরনের আগমন বা injections। injection এর ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। আগমন বা injections -এর

আয়ের আগমন (Injections): ফার্মসমূহকর্তৃক প্রদত্ত পরিবারবর্গের আয়ের সেই অংশ যা পরিবারবর্গ বা সরকারের ব্যয়ের মাধ্যমে ফার্মে ফিরে আসে।

ভূমিকা বহির্গমন বা Leakages -এর বিপরীত। যেমন- রপ্তানি হলো injection কিন্তু আমদানী হলো Leakage।

অনুশীলন

নিচের কোন্‌গুলো আয়ের আগমন ও কোন্‌গুলো আয়ের বহির্গমন নির্দেশ করে লিখুন: সঞ্চয়, কর, ভোগব্যয়, বিনিয়োগব্যয়, সরকারী ব্যয়। বাংলাদেশে আয়ের বর্হিগমন বেশী নাকি আয়ের আগমন বেশী? চিন্তা করুন ও লিখুন।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. চক্রাকার প্রবাহের ধারণা বিশেষণ করে ভারসাম্য জাতীয় আয় ব্যাখ্যা করা যায় -সত্য/মিথ্যা
২. দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি চক্রাকার প্রবাহে এক ধরনের আগমন (injection) নির্দেশ করে - সত্য/মিথ্যা
৩. সঞ্চয় এবং কর জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটায় - সত্য/মিথ্যা
৪. সঞ্চয় ও কর হচ্ছে বর্হিগমন বা leakage - সত্য/মিথ্যা
৫. রপ্তানি এক ধরনের আগমন বা injection - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিচের ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করুন -
(ক) দ্রব্য বাজার (খ) উপাদান বাজার (গ) পারিবারবর্গ খাত (ঘ) ব্যবসায়িক খাত
২. জাতীয় আয়ের সরল চক্রাকার প্রবাহটি বিশেণ্ডষণ করুন।
৩. ভারসাম্য জাতীয় আয় বলতে কী বুঝায়?
৪. জাতীয় আয়ে প্রবিষ্টকরণ (আগমন) ও জাতীয় আয় থেকে বর্হিগমন (Leakage) কীভাবে ভারসাম্য জাতীয়র আয়কে প্রভাবিত করে?
৫. জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহে প্রকৃত ও আর্থিক প্রবাহগুলো কি কি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয়ের সরল চক্রাকার প্রবাহে
ক. সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়
খ. বহির্বিশ্ব অন্তর্ভুক্ত করা হয়
গ. সরকার ও বহির্বিশ্ব খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না
ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়।
২. নিচের কোন্‌টি প্রকৃত চলক
ক. ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ
খ. শ্রমিকের মজুরী
গ. দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৩. কোন্‌টি আয়ের বর্হিগমন নির্দেশ করে
ক. সঞ্চয়
খ. মজুরী
গ. বিনিয়োগ
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৪. কোন্‌টি আয়ের আগমন নির্দেশ করে
ক. ভোগব্যয়
খ. সঞ্চয়
গ. কর
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৫. উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক হচ্ছে
ক. সরকার
খ. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ
গ. পরিবারবর্গ
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

১. একটি দেশের কয়েকটি সমষ্টিক অর্থনৈতিক তথ্য (মিলিয়ন টাকায়) নিম্নরূপ:

শ্রমিকদের বেতন	২০০০
ভূপতিদের আয়	১০০০
সুদ	৫০০
মুনাফা	১০০
সঞ্চয়	৫০০
আয় কর	১০০
বিনিয়োগ	৬০০
সরকারী ব্যয়	৩০০
আমদানি ব্যয়	১০০
রপ্তানি আয়	২০০
ভোগ ব্যয়	২০০০

ক. উপরোক্ত প্রবাহগুলো জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহের সাহায্যে দেখান।
খ. আয় প্রবাহের মোট পরিমাণ কত?
গ. আয়ের আগমনের মোট পরিমাণ কত?
ঘ. আয়ের বর্হিগমন কত?
ঙ. আয়ের আগমন ও বহির্গমনের মধ্যে তুলনা করুন।

২. মুক্তবাজার অর্থনীতি (Open Market Economy) চালু হওয়ার ফলে বাংলাদেশের বাজারগুলো বিদেশী পণ্যে ছেয়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের দেশের মানুষজনেরও ভিনদেশী পণ্যের প্রতি ভালবাসা বেড়ে গেছে। তারা তাদের আয়ের একটি বড় অংশ এখন বিদেশী পণ্যের উপর ব্যয় করে। পাশাপাশি বিদেশী বাজারে আমাদের পণ্যের চাহিদা তেমনটা বাড়ছে না। উল্লেখিত বিষয়গুলো আমাদের জাতীয় আয়কে কিভাবে প্রভাবিত করছে তা জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩ জাতীয় আয়ের পরিমাপ (National Income Measurement)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- দ্বৈত গণনা সমস্যা ব্যখ্যা করতে পারবেন
- মূল্যসংযোজন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সুবিধা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- জাতীয় আয় পরিমাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

জাতীয় আয় পরিমাপের একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। প্রত্যেক পরিমাপেরই কিছু না কিছু অসুবিধা যেমন রয়েছে তেমনি সুবিধাও রয়েছে। এ পাঠে আমরা জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানব। পরবর্তী পাঠে বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হবে।

জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি

একটি দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। পদ্ধতি তিনটি হলো:

- উৎপাদন পদ্ধতি
- আয় পদ্ধতি
- ব্যয় পদ্ধতি

যৌক্তিকভাবে বিচার করলে কোন দেশ এ তিনটি পদ্ধতির যে কোনটি ব্যবহার করতে পারে। কারণ কিছুটা সমন্বয় সাধন সাপেক্ষে তিনটি পদ্ধতি একই ফলাফল প্রদান করবে। তবে কোন্ দেশ কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করবে তা নির্ভর করবে সে দেশে প্রাপ্ত তথ্য এবং তথ্যের সত্যতা বা নির্ভুলতার উপর। আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যে কোন একটি পদ্ধতি পৃথকভাবে একটি অর্থনীতির সার্বিক কার্যপ্রণালী এবং বিভিন্ন খাতের কর্মকান্ডের সামগ্রিক চিত্র প্রদান করতে সক্ষম নয়। তাই সব কয়টি পদ্ধতির যুগপৎ ব্যবহার যেমন অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে, তেমনি জাতীয় আয়ের হিসাবের নির্ভুলতা এবং সামঞ্জস্য পরীক্ষা করতে সহায়তা করে। এখন আমরা পৃথক পৃথকভাবে পদ্ধতি তিনটির ব্যবহার প্রণালী ব্যাখ্যা করব।

উৎপাদন পদ্ধতি (Product Method)

মোট জাতীয় উপাদনের সংজ্ঞা বিশেওষণ করলে আমরা উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাই। উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো একটি নির্দিষ্ট বছরে একটি অর্থনীতিতে উৎপাদিত সকল **চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার** বাজার মূল্য। আমরা জানি, একটি দেশ কোন নির্দিষ্ট বছরে চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণে **মাধ্যমিক দ্রব্যও** উৎপাদন করে থাকে।

জাতীয় আয় পরিমাপ: একটি উদাহরণ

মনে করি, একটি দেশে দুটি মাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য - রুটি ও মাখন উৎপাদিত হয়। প্রতিটি রুটির দাম ২০ টাকা এবং প্রতি কেজি মাখনের দাম ৫০ টাকা। আরো মনে করি, প্রতি বছর ১০০ টি রুটি এবং ২০ কেজি মাখন উৎপাদিত হয়। এ কাল্পনিক উদাহরণে, দেশটির জাতীয় আয় হবে (১০০*২০) + (২০*৫০) = ৩০০০ টাকা।

সুতরাং জাতীয় আয় পরিমাপের সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাধ্যমিক দ্রব্যসামগ্রীকে হিসেব থেকে বাদ দিতে হবে। অন্যথায়, একই দ্রব্যের মূল্য একাধিকবার হিসেব করা হতে পারে। অর্থনীতিতে এটাকে দ্বৈত-গণনার সমস্যা (problem of Double Counting) বলা হয়। দ্বৈত-গণনা অর্থাৎ মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী আলাদাভাবে হিসেব করলে জাতীয় আয় প্রকৃত স্তর অপেক্ষা অধিক পরিমাপ (overestimating) করা হবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক্। একজন আসবাবপত্র প্রস্তুতকারী কাঁচামাল হিসেবে কাঠ (মাধ্যমিক দ্রব্য) ব্যবহার করে থাকে যা সে করাতকলের মালিক থেকে কিনে নেয়। আবার, করাতকলের মালিক গাছ (মাধ্যমিক দ্রব্য) চিরে কাঠ তৈরি করে, গাছ সে অন্যের কাছ থেকে কিনে নেয়। মনে করি, গাছের মূল্য ১০ হাজার টাকা, প্রস্তুতকৃত কাঠের মূল্য ১৫ হাজার টাকা এবং আসবাবপত্রের বিক্রয়মূল্য ২০ হাজার টাকা। উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আসবাবপত্রের মূল্য জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ গাছ ও কাঠের মূল্য আসবাবপত্রের মূল্যে অন্তর্ভুক্ত। এখন যদি গাছ, কাঠ ও আসবাবপত্রের মূল্য পৃথক পৃথকভাবে হিসেব করা হয় তাহলে পরিমাপকৃত জাতীয় আয় প্রকৃত জাতীয় আয় অপেক্ষা বেশী হবে। আলোচ্য উদাহরণে যদিও প্রকৃত জাতীয় আয় ২০ হাজার টাকা, মাধ্যমিক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে পরিমাপকৃত জাতীয় আয় হবে (১০+১৫+২০) = ৪৫ হাজার টাকা। দ্বৈত গণনার সমস্যা এড়ানোর জন্য শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য বিবেচনা করা হয় বলে এ পদ্ধতিকে **চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতিও (Final Product Method)** বলা হয়।

দ্বৈত গণনার সমস্যা এড়ানোর দ্বিতীয় কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে **মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value Added Method)**। এ পদ্ধতিতে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে ব্যবহৃত বস্তুগত উপকরণ (material input) এবং উৎপন্নের (Output) মূল্যের পার্থক্যসমূহ যোগ করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি এবং মূল্য সংযোজন পদ্ধতির যে কোন একটি ব্যবহার করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। কারণ যৌক্তিকভাবে উভয় পদ্ধতি একই ফলাফল প্রদান করে। উপরের উদাহরণে, গাছ থেকে কাঠ তৈরিতে মূল্য সংযোজন হচ্ছে (১৫-১০) = ৫ হাজার টাকা এবং কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরিতে মূল্যসংযোজন হচ্ছে (২০-১৫) = ৫ হাজার টাকা। গাছের প্রাথমিক মূল্য ১০ হাজার টাকা। সুতরাং মূল্যসংযোজন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় = (১০+৫+৫) = ২০ হাজার টাকা যা চূড়ান্ত দ্রব্য আসবাবপত্রের মূল্যের সমান। তবে মূল্যসংযোজন পদ্ধতির অতিরিক্ত সুবিধা হচ্ছে, এ পদ্ধতিতে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদান সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা লাভ করা যায়। নিচে চিত্রের সাহায্যে মূলসংযোজন পদ্ধতি দেখানো হলঃ

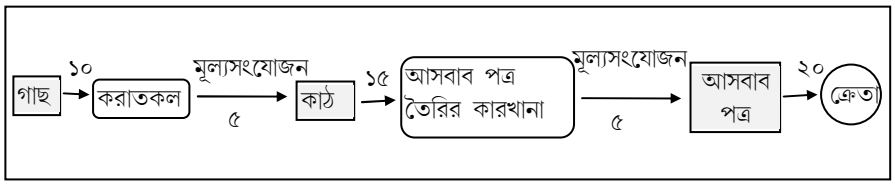

মূল্য-সংযোজনঃ চূড়ান্ত দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত কোন কোন দ্রব্যসামগ্রী একাধিক উৎপাদন স্তর অতিক্রম করে আসে। প্রতিটি স্তরে প্রাথমিক বস্তুগত উপকরণটি (material input) শ্রম ও অন্যান্য উপকরণের সহায়তা ও সংমিশ্রণে ভিন্ন আকার ও আকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে অন্য একটি বস্তুগত উপকরণ বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত হয় যা পূর্বের চেয়ে অধিক দাম বা মূল্য দাবী করে। উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে দ্রব্যের দাম বা মূল্যের অতিরিক্ত সংযোজনকে মূল্য-সংযোজন বলে। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক্, ১০০০ টাকার আঁখ থেকে শ্রম ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে ১৫০০ টাকার চিনি তৈরি করা হলো। এক্ষেত্রে মূল্য-সংযোজন হলো (১৫০০-১০০০) = ৫০০ টাকা।

অনুশীলন

বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় কোন্ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দ্বৈতগণনার সমস্যা দেখা দেয়? চিন্তা করুন ও লিখুন।

আয় পদ্ধতি (Income Method)

একটি অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের ফসল। এ উৎপাদনশীল বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপখাত যেমন- কৃষি, কল-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, খনি প্রভৃতিতে বিস্তৃত। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত উৎপাদনের উপকরণসমূহ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান তথা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে যা উপকরণসমূহের আয় হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের জন্য যা উপকরণ ব্যবহারের ব্যয়, উপকরণসমূহের মালিক হিসেবে তা পরিবারবর্গের আয়। আয় পদ্ধতিতে তাই জাতীয় আয় হচ্ছে উপকরণসমূহের আয়ের যোগফল। আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের বিষয়টি জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহ চিত্র থেকে আরো সহজে বুঝা যাবে। চিত্র ২.১ এ প্রবাহ-১ ও প্রবাহ-২ লক্ষ্য করুন। প্রবাহ-১ নির্দেশ করছে যে, পরিবারবর্গ ফার্মসমূহকে উৎপাদনের উপকরণসমূহ যেমন- শ্রম, মূলধন, ভূমি ও সংগঠন সরবরাহ করছে এবং বিনিময়ে যথাক্রমে মজুরী, সুদ, খাজনা ও মুনাফা গ্রহণ করছে (প্রবাহ-২)। সুতরাং মজুরী, খাজনা, সুদ ও মুনাফার যোগফল হচ্ছে উপকরণ আয়ে জাতীয় আয় (National Income at Factor Earnings)। অন্যভাবে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের উপকরণ ব্যয়ের দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করে এটাকে উপকরণ ব্যয়ে জাতীয় আয় (National Income at Factor Cost) বলে।

জাতীয় আয় = মজুরী + সুদ + খাজনা + মুনাফা

মুনাফাঃ সংগঠকের পারিশ্রমিক হিসেবে উপরে উল্লিখিত মুনাফাকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের আয় (Proprietor's Income) এবং কর্পোরেট মুনাফা (Corporate Profits)। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আয় বলতে একক কারবার (Sole Propereitorships), অংশীদারী কারবার (Partnerships) এবং সমবায়ের (Cooperatives) নীট আয়কে বুঝানো হয়। অন্যদিকে, কর্পোরেট মুনাফা বলতে নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের (Corporations) নীট আয়কে বুঝানো হয়। কর্পোরেট আয়ের তিনটি অংশ - (১) কর্পোরেশনের অংশীদারদের (Stockholders) ডিভিডেন্ড ((Dividends), (২) কর্পোরেশনের অবন্টিত মুনাফা (Retained Earnings) এবং (৩) নির্গম কর (Corporate Tax) যা কর্পোরেশনের আয়কর হিসেবে গণ্য।

উপরে বিশেণ্ডষিত আয় পদ্ধতিতে হিসাবকৃত জাতীয় আয় এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে হিসাবকৃত জাতীয় আয় বা মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। আয় পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত জাতীয় আয় হচ্ছে এক ধরনের নীট জাতীয় আয় যা শুধুমাত্র উপার্জন বা আয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয় বা দফাসমূহ (Income Items) বিবেচনা করে। অ-উপার্জন বা আয় হিসেবে গণ্য নয় এমন বিষয় বা দফাসমূহ (Non-Income Items) আয় পদ্ধতিতে বিবেচ্য নয়। এ ধরনের দুটো বিষয় হচ্ছে মূলধনের অবচয় বা ব্যবহারজনিত ব্যয় (Depreciation or Capital Consumption Allowance) এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরোক্ষ কর। মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয়ের ধারণার সাথে আপনারা ইতোমধ্যে পরিচিত হয়েছেন। পরোক্ষ কর হচ্ছে সরকারকর্তৃক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত সাধারণ বিক্রয় কর (Sales Taxes), আবগারি কর (Excise Taxes) এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক (Customs Duties)। এগুলো পরোক্ষ কর, কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর এ সকল কর সরাসরি আরোপ করা হয় না বরং প্রস্তুতকৃত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উপর এ কর আরোপ করা হয়। পরোক্ষকরসমূহ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচ হিসেবে বিবেচ্য। কাজেই মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) হিসেব পেতে হলে উপকরণসমূহের আয়ের সাথে মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয় ও পরোক্ষ কর যোগ করতে হবে।

মোট জাতীয় উৎপাদন = (মজুরী + সুদ + খাজনা + মুনাফা)
+ মূলধনের ব্যবহার জনিত ব্যয় + পরোক্ষ কর
= উপকরণ ব্যয়ে জাতীয় আয়
+ মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয় + পরোক্ষ কর

অনুশীলন

গত বছরে একাশিত বাংলাদেশের পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী টি হাতের কাছে নিন। বিগত ৪টি অর্থ বছরের মোট জাতীয় আয় ও উপকরণ ব্যয়ে জাতীয় আয় কত? লিখুন। অতঃপর মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয় ও পরোক্ষ কর বের করুন।

ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method)

ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী, জাতীয় আয় হচ্ছে কোন একটি সমাজকর্তৃক সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ের জন্য ব্যয়। আমাদের সরল চক্রাকার প্রবাহ চিত্র অনুযায়ী, পরিবারবর্গ তাদের আয়ের পুরো অংশ ব্যক্তিগত ভোগ্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহার করে। সুতরাং, এ ধরনের একটি সরল অর্থনীতিতে, জাতীয় আয় = মোট ভোগ ব্যয়। কিন্তু এটি একটি অতি সরলীকৃত (simplified) ব্যাখ্যা। প্রথমতঃ শুধুমাত্র পরিবারবর্গই উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের একমাত্র এজেন্ট (Agent) নয়। একটি দেশের সরকার প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ একটি দেশ শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করে না, উৎপাদন প্রক্রিয়া সবল রাখা এবং প্রসারিত করার জন্য প্রচুর পরিমাণে মূলধন তথা মাধ্যমিক দ্রব্যও উৎপাদন করে থাকে। বেসরকারী এবং সরকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সকল দ্রব্যের ক্রেতা। অর্থনীতিতে মূলধন দ্রব্য ক্রয়ের প্রক্রিয়াকে বিনিয়োগ ব্যয় বলা হয়। তৃতীয়তঃ একটি দেশের প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন দ্রব্যের একটি অংশ বহির্বিশ্ব থেকে আমদানি করতে হয়। একইভাবে, দেশে উৎপাদিত ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন সামগ্রীর একটি অংশ বিদেশে রপ্তানি হয় যা বিদেশী জনগণকর্তৃক আমাদের দেশীয় দ্রব্যের জন্য ব্যয় হিসেবে গণ্য। রপ্তানি আয় (আমাদের দেশীয় দ্রব্যের উপর বর্হিবিশ্বের ব্যয়) থেকে আমদানি ব্যয় (বিদেশী দ্রব্যের উপর আমাদের ব্যয়) বাদ দিলে আমরা নীট রপ্তানি (Net Export) পাই যা ধনাত্মক (Positive) অথবা ঋণাত্মক (Negative) হতে পারে।

উপরের বিশেণ্ডষণের আলোকে আমরা চার ধরনের ব্যয় সনাক্ত করতে পারি:

(১) ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (Personal Consumption Expenditures) - C

(২) বেসরকারী অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (Private Domestic Investment) - I

(৩) সরকারী ব্যয় (Government Expenditures) - G

(৪) নীট রপ্তানি (Net Export) - (X-M)

যেখানে X = রপ্তানি (Exports)

এবং M = আমদানি (Imports)

GNP = C + I + G + (X-M)
= C + I + G যখন (X-M) = 0 অর্থাৎ রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয়ের সমান

একটি অর্থনীতির সামগ্রিক কর্মকান্ডের তুলনায় নীট রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম। তাই তাত্ত্বিক আলোচনায় অনেকক্ষেত্রে নীট রপ্তানি বাদ পড়ে যায়।

উৎপাদন পদ্ধতি, আয় পদ্ধতি এবং ব্যয় পদ্ধতি ছাড়াও অন্য একটি উপায়ে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। এটাকে **আয়ের ব্যবহার পদ্ধতি (Uses of Income Method)** বলে। এ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো ভোগ ব্যয়, সঞ্চয় (Saving) এবং কর আয় (Tax Revenue) -এর যোগফল অর্থাৎ GNP = C+S+T। জাতীয় আয় নির্ধারণ তত্ত্বে C+I+G = C+S+T একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

অনুশীলন

বাংলাদেশের গত অর্থবছরের ভোগব্যয়, বেসরকারী অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, সরকারী ব্যয়, নীট রপ্তানির পরিমাণ মোট সঞ্চয়, কর-আয় কত? লিখুন। অতঃপর আয়ের ব্যবহার পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসেব করুন।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. একটি দেশে শুধুমাত্র মাধ্যমিক দ্রব্য উৎপাদিত হয় - সত্য/মিথ্যা

২. জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য বিবেচনা করলেও দ্বৈতগণনা সমস্যা দেখা দিতে পারে - সত্য/মিথ্যা

৩. দ্বৈতগণনা সমস্যা এড়ানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে মূল্যসংযোজন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ - সত্য/মিথ্যা

৪. প্রতিষ্ঠানের মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় হচ্ছে এক ধরনের Non-income item - সত্য/মিথ্যা

৫. আবগারি কর এক ধরনের পরোক্ষ কর - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলি কী কী?

২. চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি ও মূল্যসংযোজন পদ্ধতি দুটো ব্যাখ্যা করুন।
উভয় পদ্ধতিতে কি একই ফল পাওয়া যায়?

৩. ব্যয় পদ্ধতিটি বিশদভাবে বিশেওষণ করুন। আয়ের ব্যবহার পদ্ধতির সাথে ব্যয় পদ্ধতির তুলনা করুন।

৪. দ্বৈত গণনার সমস্যাটি কী? এটা কিভাবে দূর করা যায়?

৫. উপকরণব্যয়ে জাতীয় উৎপাদন ও মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে তফাৎ আছে কি? ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিচের কোন্ কোন্ বিষয়সমূহ জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে?
(ক) দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য ব্যয়
(খ) কর্পোরেশনের অবন্টিত মুনাফা
(গ) সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ব্যয়
(ঘ) ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিকের আয়
(ঙ) লটারীতে প্রাপ্ত অর্থ

২. দ্বৈতগণনার সমস্যা দেখা দেয়
ক. উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের ক্ষেত্রে
খ. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের ক্ষেত্রে
গ. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের ক্ষেত্রে
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. মূল্য সংযোজন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের মাধ্যমে
ক. শুধু মাধ্যমিক দ্রব্যের মূল্য বিবেচনা করা হয়
খ. শুধু চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য বিবেচনা করা হয়
গ. দ্বৈত গণনার সমস্যা দূর করা হয়
ঘ. উপরের সবকয়টিই সঠিক।

৪. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের সময়
   ক. শুধুমাত্র income items বিবেচনা করা হয়
   খ. শুধুমাত্র Non-income items বিবেচনা করা হয়
   গ. ক ও খ উভয়ই
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৫. আয়ের ব্যবহার পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হচ্ছে
   ক. সরকারী ব্যয়, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়ের সমষ্টি
   খ. মজুরী, খাজনা, সুদ ও মুনাফার সমষ্টি
   গ. ভোগব্যয়, সঞ্চয় ও কর আয়ের সমষ্টি
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

১. নিম্নের তথ্যসমূহ (মিলিয়ন টাকায়) লক্ষ্য করুন। এগুলো একটি দেশের কল্পনিক সমষ্টিক হিসাব।

(ক) কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	১০০
(খ) সুদ	১৫
(গ) খাজনা	১০
(ঘ) পরোক্ষ ব্যবসা কর	১৫
(ঙ) কর্পোরেট মুনাফা	১০
(চ) হস্তান্তর প্রদান	৩০
(ছ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকের আয়	১০
(জ) মূলধনের ব্যবহারজনিত ব্যয়	১৫

১. দেশটির মোট জাতীয় আয় কত?
২. দেশটির নীট জাতীয় আয় কত?
৩. উপকরণ ব্যয়ে জাতীয় আয় কত?

পাঠ-৪ জাতীয় আয় পরিমাপের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of National Income Measurement)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- জাতীয় আয় পরিমাপের সূবিধাসমূহ ব্যাখ্যা ব্যখ্যা করতে পারবেন
- জাতীয আয় পরিমাপের প্রধান সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- বাংলাদেশে জাতীয় আয় হিসেবের অসুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

একটি দেশের একটি নির্দিষ্ট বছরে সার্বিক বস্তুগত ও অবস্তুগত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সামগ্রিক হিসেব হচ্ছে জাতীয় আয়। উন্নত বা অনুন্নত যে কোন দেশে পরিসংখ্যান আকারে জাতীয় আয় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বছরওয়ারী লিপিবদ্ধ থাকে। চলতি অথবা স্থির যে ধরনের বাজার মূল্যেই প্রকাশিত হোক না কেন দেশের অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ তথা নীতিনির্ধারকদের জন্য জাতীয় আয় এবং সম্পর্কিত ধারণাসমূহের (যেমন- মাথাপিছু জাতীয় আয়) তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, জাতীয় আয়ের সংজ্ঞাগত সমস্যা এবং অন্যান্য বাস্তব সমস্যার কারণে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। চলুন আমরা সংক্ষিপ্তাকারে জাতীয় আয়ের গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ জেনে নিই।

জাতীয় আয় পরিমাপের সুবিধাসমূহ

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদানের তুলনামূলক বিশেগুষণ: পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জীতে যেভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যেমন - কৃষি, শিল্প, সেবা প্রভৃতির অবদানের তথ্য বা পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত থাকে তাতে জাতীয় আয়ে এ সমস্ত খাতের তুলনামূলক গুরুত্ব বিশেগুষণ সহজ হয়।

ব্যয়ের হিসেবের তুলনামূলক বিশেগুষণ: জাতীয় আয়ের কত শতাংশ ভোগব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারী ব্যয় অথবা কর-হিসেবে আদায় করা হয় তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ভোগব্যয় ও ব্যবহারযোগ্য আয়ের তথ্য জানা থাকলে আমরা সময়ের ব্যবধানে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিবর্তন ও ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারি। অথবা জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ও সুদের হারের পরিবর্তনের সাথে বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারি।

দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার: জাতীয় আয়ের তথ্য বিশেগুষণে আমরা জানতে পারি একটি দেশে কী কী দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং এসব দ্রব্য কী কী বিকল্প কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক তুলনা: জাতীয় আয় হলো একটি অর্থনীতির সমষ্টিক কর্মকান্ডের মাপকাঠি। তাই বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়ের তুলনা করে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পর্যালোচনা করা যায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির উত্তম নির্দেশক: জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের ধারা থেকে একটি দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির গতিধারা বিশেগুষণ সম্ভব। একটি গতিশীল অর্থনীতিতে জাতীয় আয় সময়ের ব্যবধানে বাড়বে। অন্যদিকে, জাতীয় আয়ের হ্রাস বা স্থিরতা একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থবিরতা নির্দেশ করে।

দেশীয় নাগরিক ও বিদেশীদের অবদান: মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) তথ্য বিশেগুষণ করে আমরা দেশের কর্মপ্রক্রিয়ায় দেশীয় নাগরিকবৃন্দ ও বিদেশীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের অবদানের তুলনা করতে পারি।

কাঠামোগত পরিবর্তনের বিশেগুষণ: সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মোট জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাত এবং দ্রব্যের অবদানের পরিবর্তন ঘটে। শিল্প বিপগুবের পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে (বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে) কৃষিই ছিল উৎপাদন এবং নিয়োগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সময়ের প্রবাহে শিল্প কৃষির স্থান দখল করেছে। আশির দশকের প্রথমভাগ পর্যন্ত পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চা ছিল বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মূল উৎস। এখন সে স্থান দখল করেছে তৈরি পোষাক ও চিংড়ি। দেশের পরিকল্পনাবিদদের কাছে এসব পরিবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম।

অর্থনৈতিক পূর্বাভাষ (Economic Forcasting): পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবহার করে অর্থনীতির বিভিন্ন খাত এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যশীলতা (performance) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী প্রদান আধুনিক যুগে একটি সাধারণ ঘটনা। জাতীয় আয় ও অন্যান্য সমষ্টিক অর্থনৈতিক চলক (Macroeconomic Variables) এবং জাতীয় আয় নির্ধারণী অন্যান্য বিষয়সমূহের পরিবর্তনের সাহায্যে পরিকল্পনাবিদগণ অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ করতে পারেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে, জাতীয় আয়ের পরিমাপ এবং সম্পর্কিত ধারণাসমূহের তথ্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আয়ের তথ্য ব্যবহার করে মানব কল্যাণ ব্যাখ্যা করা যায় না বলে এর বিকল্প হিসেবে অর্থনীতিবিদ William Nordhaus

ও James Tobin[1] MEW (Measure of Economic Welfare) ধারণার প্রবর্তন করেন। তবে পদ্ধতিটির অন্তর্নিহিত জটিলতার জন্য এটি সার্বজনীনতা লাভ করতে পারেনি। জাতীয় আয় পরিমাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ Richard G. Lipsey[2] তাই বলেন, "No matter how refined future measures of economic welfare become, they are unlikely ever to replace the GNP completely" (অর্থনৈতিক কল্যাণের ভবিষ্যৎ পরিমাপকসমূহ যতই পরিশোধিত আকারে উপস্থাপন করা হোক না কেন, তারা মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) বিকল্প হিসেবে কখনোই পরিপূর্ণভাবে যথেষ্ট বিবেচিত হবে না)।

অনুশীলন

বর্তমানে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন্ খাতের অবদান সবচেয়ে বেশী? লিখুন।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধাসমূহ

একটি দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাপ একটি জটিল প্রক্রিয়া। অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপখাতের উৎপাদন ও আয়ের তথ্যসমূহের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে পরিসংখ্যানবিদদের যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে দেশ ভেদে এসব সমস্যা বা অসুবিধার মাত্রার তারতম্য হতে পারে। এটা নির্ভর করে বিভিন্ন খাতের তথ্যের সহজলভ্যতা ও নির্ভুলতা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের শ্রেণীবিন্যাস প্রক্রিয়া, দ্রব্য ও সেবা লেনদেনে অর্থের ব্যবহার, বাজারের সমৃদ্ধতা প্রভৃতির উপর। নিচে জাতীয় আয় পরিমাপের সাধারণ অসুবিধাসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

কোন্ কোন্ দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করা হবে? আমরা জানি, মোট জাতীয় উৎপাদন হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মোট বাজার মূল্য। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে উৎপাদিত অর্থনৈতিক দ্রব্যসামগ্রী (Economic Goods) দৃশ্যমান (tangible) অথবা অদৃশ্যমান (intangible) হতে পারে। দৃশ্যমান দ্রব্যসামগ্রীর হিসেব করা সহজ। কারণ বাজার প্রক্রিয়ায় এসব দ্রব্য ও সেবার মূল্যায়ন সম্ভব। কিন্তু অদৃশ্যমান কাজকর্ম যেমন- গৃহিনীর কাজকর্ম, সন্তানসন্ততি পালন, নিজের জামাকাপড় নিজে পরিস্কার করা, দাঁড়ি কাটা প্রভৃতির মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন। তাই জাতীয় আয়ে এসব কাজকর্মের হিসেব করা অত্যন্ত কঠিন।

চূড়ান্ত ও মাধ্যমিক দ্রব্যের পার্থক্যকরণ: জাতীয় আয় শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্যায়ন করে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের এক পর্যায়ে যা চূড়ান্ত দ্রব্য তা অন্যপর্যায়ে মাধ্যমিক দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পাউরুটি বিক্রেতার জন্য ময়দা একটি মাধ্যমিক দ্রব্য, কিন্তু একজন গৃহিনীর জন্য ময়দা একটি চূড়ান্ত দ্রব্য। কাজেই একটি নির্দিষ্ট বছরে বিভিন্ন দ্রব্যের চূড়ান্ত ও মাধ্যমিক ব্যবহারের হিসেব বের করা একটি কঠিন কাজ। এ ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নির্দেশ করে না এমন লেনদেনের পৃথকীকরণ সমস্যা: যে কোন অর্থনীতিতে এমন কিছু লেনদেন ঘটে যা অর্থনৈতিক কাজ নির্দেশ করে না। শুধুমাত্র সম্পদ বা আয়ের হস্তান্তর নির্দেশ করে। সরকার এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের হস্তান্তর প্রদান (Transfer Payments), ব্যক্তিগত হস্তান্তর পাওনা যেমন- পরিবারের সদস্যদের সাথে আয়ের ভাগাভাগি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি, মূলধন-লাভ (Capital Gains), বেআইনী কাজকর্ম ইত্যাদি জাতীয় আয় পরিমাপের সময় হিসেব থেকে বাদ দিতে হয়, কারণ এগুলো কোন প্রকার নতুন দ্রব্যসামগ্রী সৃষ্টি বুঝায় না অর্থাৎ এসব আয়ের জন্য কোন প্রকার শ্রম প্রদান করতে হয় না।

বাজার বহির্ভূত কার্যাবলী এবং মূল্য আরোপনজনিত সমস্যা: একটি অর্থনীতিতে এমন কিছু অর্থনৈতিক কাজকর্ম সংঘটিত হয় যা বাজার প্রক্রিয়ার আওতায় আসে না। যেহেতু এসব কার্যাবলী জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবার দাবী রাখে, সেহেতু এসব কাজের মূল্য আরোপ (Impute) করতে হয়। একটি আর্থিকায়িত (monetised) অর্থনীতিতে এ সমস্যা খুব প্রকট নয়, কিন্তু যে সমস্ত অর্থনীতির আর্থিকায়নের মাত্রা (Degree of monetisation) খুবই কম সে সকল দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি ব্যাপক অংশের অবদান মূল্য আরোপনের মাধ্যমে জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উৎপাদককর্তৃক দ্রব্যের ভোগ, গৃহকর্ত্রীয় সেবা, নিজস্ব বাড়ীর খাজনা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রমিকগণকর্তৃক অ-আর্থিক পাওনা (Fringe-benefits), ব্যাংকারকর্তৃক মক্কেলের সেবা, পুলিশের সেবা, দ্রব্য বিনিময় প্রভৃতি হচ্ছে এ ধরনের অর্থনৈতিক কাজ কর্মের উদাহরণ।

সঠিক পরিসংখ্যানের অভাব: জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পরিসংখ্যান তথ্যের অপ্রতুলতা ও নির্ভরযোগ্যতার অভাব। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় আয় সম্পর্কিত তথ্য অনুমান-নির্ভর অথবা অপ্রকাশিত (unreported) থাকে। ফলে জাতীয় আয়ের সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাপ সম্ভব হয় না।

[১] William Nordhaus and James Tobin, 'Is Growth Obsolete?' - in Economic Growth, NBER, fifth Anniversary Colloquium V (New York, 1972).

[২] Richard G. Lipsey, An Introduction to Positive Economics, English language Book Society and Weidenfeld and Nicolson, Fourth Edition, 1975.

অনুশীলন

বাংলাদেশের ৫ টি দৃশ্যমান ও ৫ টি অদৃশ্যমান দ্রব্যের নাম লিখুন। বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় কোন্ খাতে আর্থিকায়নের মাত্রা সবচাইতে কম? চিন্তা করুন ও লিখুন।

বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ

উপরোক্ত সমস্যাসমূহের সবক'টি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ 'আর্থিকায়িত' (monetised) নয়। গ্রামাঞ্চলে লেনদেনের ক্ষেত্রে দ্রব্য বিনিময় প্রথা এখনও কার্যকর। জনসংখ্যার সিংহভাগ অশিক্ষিত বলে উৎপাদন এবং আয়ের সঠিক হিসেব রাখে না। সর্বোপরি, বাংলাদেশের পরিসংখ্যান সংগ্রহ পদ্ধতি সমৃদ্ধ ও সমন্বিত নয়। তাই তথ্য সংগ্রহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এমনকি একই প্রতিষ্ঠানকর্তৃক প্রকাশিত তথ্যেও বিভিন্ন বছরের পরিসংখ্যানে গরমিল লক্ষ্য করা যায়।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. জাতীয় আয়ে অর্থনীতির সকল খাতের অবদান উল্লেখ থাকে - সত্য/মিথ্যা

২. গতিশীল অর্থনীতিতে জাতীয় আয় সময়ের ব্যবধানে বৃদ্ধি পায় - সত্য/মিথ্যা

৩. জাতীয় আয়ের তথ্য ব্যবহার করে মানব কল্যাণ পরিমাপ করা যায় - সত্য/মিথ্যা

৪. আর্থিকায়িত অর্থনীতিতে আরোপনজনিত সমস্যা দেখা দেয় না - সত্য/মিথ্যা

৫. বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আর্থিকায়িত - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় পরিমাপের সুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।

২. গতিশীল অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের কোন্ ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে? জাতীয় আয়ের হ্রাস বা স্থিরতা একটি অর্থনীতি সম্পর্কে কী ইংগিত দেয়?

৩. আর্থিকায়িত ও অ-আর্থিকায়িত অর্থনীতি বলতে কি বুঝায়? কয়েকটি অ-আর্থিকায়িত কার্যাবলীর নাম লিখুন।

৪. আরোপনজণিত সমস্যা কি? একটি আর্থিকায়িত অর্থনীতির জাতীয় আয় পরিমাপে আরোপনজনিত সমস্যা দেখা দেয় কি?

৫. বাংলাদেশের জাতীয় পরিমাপের সমস্যাসমূহ কি কি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় পরিমাপের মাধ্যমে
   - ক. অর্থনীতির কার্যশীলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়
   - খ. সামাজিক কল্যাণ মাপা যায়
   - গ. ক ও খ এর কোনটিই নয়
   - ঘ. ক ও খ উভয়ই।

২. জাতীয় আয়ের স্থিরতা
   - ক. অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে
   - খ. অর্থনীতির স্থবিরতা নির্দেশ করে
   - গ. অর্থনীতির উন্নয়ন নির্দেশ করে
   - ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. নিচের কোন্টি অদৃশ্যমান দ্রব্য
   - ক. পাউরুটি
   - খ. গৃহিনীর কাজকর্ম
   - গ. চিংড়ি মাছ
   - ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৪. আরোপনজনিত সমস্যা দেখা দেয়
   ক. আর্থিকায়িত অর্থনীতিতে
   খ. অ-আর্থিকায়িত অর্থনীতিতে
   গ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়
   ঘ. ক ও খ উভয়ই সঠিক।

৫. বাংলাদেশ একটি
   ক. সম্পূর্ণ আর্থিকায়িত অর্থনীতি
   খ. সম্পূর্ণ অ-আর্থিকায়িত অর্থনীতি
   গ. আংশিক অ-আর্থিকায়িত অর্থনীতি
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

নমিতা রাণী একজন স্কুল শিক্ষিকা। তিনি স্কুলের কাজকর্মের বাইরে পরিবারের সদস্যদের জন্য রান্না করা, তাদের কাপড় ধোয়া, ঘরবাড়ি পরিস্কার রাখা - এসব কাজ করে থাকেন। তাছাড়াও তিনি পাট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরি করেন এবং এগুলো বাজারে বিক্রি করে ভাল অর্থ উপার্জন করেন। এখন বলুন, নমিতা রাণী কি কি কাজ করছেন? এগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলো দৃশ্যমান ও কোন্‌গুলো অদৃশ্যমান? অ-অর্থিকায়িত কাজ কোন্‌গুলো?

উত্তরমালা

পাঠ-১

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য, ৪. সত্য, ৫. মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. ক, ৫. ক, ৬. গ

পাঠ-২

সত্য-তিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. মিথ্যা, ৪. সত্য, ৫. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. গ, ২. ক, ৩. ক, ৪. ক, ৫. গ

পাঠ-৩

সত্য-তিথ্যা

১. মিথ্যা, ২. মিথ্যা, ৩. মিথ্যা, ৪. সত্য, ৫. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ,গ,ঘ, ২. ক, ৩. গ, ৪. ক, ৫. গ

পাঠ-৪

সত্য-তিথ্যা

১. সত্য, ২. সত্য, ৩. মিথ্যা, ৪. সত্য, ৫. মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ক, ২. খ, ৩. খ, ৪. খ, ৫. গ